createspace™
an Amazon.com company

Digital Proofer

Mahuran

Authored by Mrs Gargi Bhattach...

5.0" x 8.0" (12.70 x 20.32 cm)
Black & White on White paper
76 pages

ISBN-13: 9781546524557
ISBN-10: 154652455X

Please carefully review your Digital Proof download for formatting, grammar, and design issues that may need to be corrected.

We recommend that you review your book three times, with each time focusing on a different aspect.

1. Check the format, including headers, footers, page numbers, spacing, table of contents, and index.
2. Review any images or graphics and captions if applicable.
3. Read the book for grammatical errors and typos.

Once you are satisfied with your review, you can approve your proof and move forward to the next step in the publishing process.

To print this proof we recommend that you scale the PDF to fit the size of your printer paper.

মহুরণ

গার্গী ভট্টাচার্য

ক্যাঙারু বন্ধুদের ---

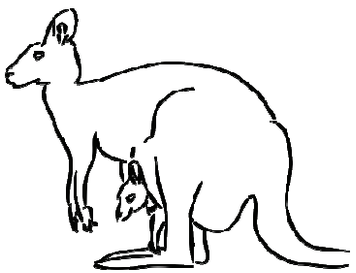

Copyright © 2017 Gargi Bhattacharya

All rights reserved.

Contact Details --- TeaTree25@outlook.com

This book is entirely a work of fiction. The names, characters, organizations and incidents portrayed in it are the work of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, events or localities, is entirely coincidental.

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

The views expressed in this book are entirely those of the author. The printer/publisher, and distributors of this book are not in any way responsible for the views expressed by the author in this book. All disputes are subject to arbitration; legal actions if any are subject to the jurisdictions of courts of Canberra, Australia.

First Published: MAY 2017

Cover Design: Gargi Bhattacharya

Images :: **pixabay.com** under CCO creative commons license and MS WORD Clipart images.

Distributed by Amazon Worldwide Distribution

Gargi's youtube channel : shalpial network

Current videos ::

1. Marwa
2. Neel Bharani
3. Fagun Kuasha
4. Maya Horin
5. Pushpito Jonaki

Her writing has been used as an example in the creative writing classes of a Calcutta based school...Noted Indian mainstream publisher Dey's Publishing has marketed many of her books.

All of her books published by Power Publishers (12 books) will always be available on http://www.purushottam-bookstore.com/ and

http://www.power-publishers.com/

Books by the author : (Years active 2006-17)_____BOLD=BEST SELLER

1. **Chander mohuabone (as Chander coffee shope)**
2. **Maya horin**
3. **Fagun kuasha (as Hemanter bishh)**
4. **Mayurkonthi bolkol**
5. **Neel bharani**
6. **Pishach**
7. **Machhranga**
8. **Mrigashira(as Digital Polash)**
9. **Andolika**
10. **Tofu tring**
11. **The clay egg (as The egg & Kindle version of The Clay egg)**
12. **Pushpito jonaki**
13. **Ghumpahari aator**
14. **Tuhinrekha**
15. **Kamakshi**
16. **Ava Cho**
17. **Chameli phool**
18. **Fungus**
19. **Hemate**
20. **Gothic Church**

21. **Phobia**
22. **Afgani**
23. **Jharbati**
24. **Radhachura**
25. **Mom rong**
26. **Domru**
27. **Cordless Hathpakha**
28. **Megh jochhona**

==========

29. Mehgony homshikha

30. Bhooter boi doll putul

31. Pekhom buro

32. Kankhe Gagori

--(a collection of previously published novellas)

33.Jhumri – collection of previously published micro stories….

34.Mahuran

কথায় বলে যে পান্ডুলিপি দেখে লেখকের সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায় । এটা সত্যজিৎ রায়ের একটি সাক্ষাৎকারেও শুনেছিলাম যতদূর মনে পড়ছে ।

তাই এই বইটি আমি পান্ডুলিপি আকারে প্রকাশ করছি । ঝুমরি লেখাটি এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যদিও এই লেখাটি পান্ডুলিপি নয় ।

আমার পান্ডুলিপির অর্থ হল কম্পিউটারে সোজা টাইপ করা । পরে টাইপো চেক্ করে লেখাটাকে ফাইনাল করা । কাজেই পাঠক স্থির করবেন এই ডিজিট্যাল ম্যানুসক্রিপ্ট দেখে -লেখক চরিত্র ।

একটি জিনিস সহজেই অনুমেয় যে লেখক কম্পিউটারে দক্ষ । বাকিটা পাঠক দ্বারাই বিবেচিত হোক্ !!!

মহুরণ

মহুরণ একটি সবুজ মানুষের নাম ।

তার গ্রামের নাম লুলু । লুলু গ্রামের মানুষ গোবর শিল্পের জন্য বিখ্যাত । তারা গো-মল ও মুত্র ব্যবহার করে নানান শিল্প কর্মের সৃষ্টি করে । এই প্রথার জন্য বেশ নাম আছে এই গ্রামের । বিদেশেও অনেক লোকে এদের কথা জানে ও বেড়াতে আসে । এরকমই এক মেয়ে ছিলো জেমা । জেমা কুপার । জেমা টি টেস্টার । চা-ই তার জীবন ছিলো ।

ভারত,শ্রীলংকা ঘোরা হয়ে গেছে । স্নোগাম দেশের বাসিন্দা জেমা , এই চা নিয়ে সেই দেশে চাষ করেছে । এখন ওখানে

ফ্রেস দেশী চা পাওয়া যায় যার উৎসস্থল হিমালয়, শ্রীলংকা, উটি হলেও আসলে জেমার মগজ ।

চায়ের বাইরেও জীবন আছে তাই বুঝি সে একবার গোবর শিল্পের গ্রাম , লুলুতে ঘুরতে আসে ।

আসলে তার বয়ফ্রেন্ড ছিলো গাল্ফে । সে নাকি অতি বড়লোক । অনেক পয়সা তার গাল্ফে থাকার কারণে ।

জেমার সাথে ভালই সখ্যতা ছিলো । আলাপ ডেটিং সাইটে ।

মানুষটির নাম অ্যালি । এ এল ওয়াই । আদতে আলি ।

ও লেখে অ্যালি । কিছুটা নিজের মুসলিমত্ব ঢাকতে ।

অ্যালি বলে যে রাশিয়ান মেয়েরা দুনিয়ার বেস্ট মেয়ে । শয্যায় । কিন্তু স্নোগামের মেয়ে , জেমাও মন্দ নয় ।

ডেটিং সাইট থেকে বাস্তবে নেমে আসে অ্যালি ।

অ্যালি তো বিশাল ধনী । যদিও কয়েকটি আচরণ তার সাথে খাপ খায়না । অতিরিক্ত স্বচ্ছল মানুষ কিছু কিছু জিনিস কখনোই করবে না । অ্যালি করতো ।

কাজেই সন্দেহ হলেও জেমা তলিয়ে দেখেনি । পরে তো বেরোলো যে অ্যালি আদতে ব্যাঙ্ক-রাপ্ট্ ।

কানাকড়িও নেই তার !

সবই ধার করা । বন্ধু, পরিজনের থেকে !

সম্পর্ক ভেঙে গেলে খুব আহত হয় জেমা ।

কারণ যারা ওকে (ALY) চেনে ; তাদের মধ্যে কেউই ওর শত্রু হবেনা এতই ভদ্র , নম্র আর রুচিবান সে । কিন্তু এই মিথ্যাচার করা জেমার কাছে ঠগবাজি । জেমা ওকে ভালোবেসেছে । কাজেই ও যদি গরীবও হয় তাতে রিলেশানশিপ্ তৈরি হবেনা কেন ?

আর জেমাও তো সেরকম ধনী নয় !

সাধারণ টি টেস্টার একজন । তবুও এই ছলনার কী দরকার জেমা বোঝেনি ।

মন ভালো করতে গোবর শিল্প দেখতে ভারতে যায় । সেই লুলু গ্রামে ।

লুলু গ্রাম ভীষণ গরম এক জায়গা । এখানে মাঠের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এক পাহাড় যার ভেতরে গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে । এক চৈনিক রাজা নাকি এখানে এসে মহল বানান । সেই ভুলভুলাইয়া দেখতে অনেক মানুষ আসে ।

পাহাড়ের পাদদেশে এক নদী । সেই নদীর মধ্য নাকি দামী শিলা খন্ড আছে । ঐতিহাসিকের বক্তব্য হল যে ঐ রাজপরিবারের ভাসিয়ে দেওয়া মণিমুক্তো এগুলি ।

সাধারণ গ্রামবাসীগণ মনে করে যে এগুলি রহস্যময় পাথর । কারণ ঐ রাজাপরিবার এখানে ঘাঁটি গাড়ার অনেক আগে থেকে নদীতে দামী পাথর মেলে ।

ভূতাত্ত্বিকেরা বলে যে হয়ত ভূগর্ভের মধ্যেই আছে এর সমাধান ।

সে যাইহোক্ এলাকাটি গোবর শিল্পের সাথে সাথে এই পাথরের কারণে একটি দর্শনীয় স্থান ।

টুরিস্ট স্পট্ বলাও চলে ।

অসম্ভব গরম এই স্থানে থাকে মহুরণ । গ্রামীণ মানুষ । যুবক । তার মা গোবর আর্ট করলেও সে নিজে একটু ভিন্ন জাতের কাজ করে ।

ঐ পাহাড়ের চড়ার জন্য পর্যটকেরা লাঠি নেয় । পাথুরে পথ , ভঙ্গুর তার একদিক কাজেই ব্যালেন্স করার জন্য একটি লাঠি হলে মন্দ হয়না । কাজেই লাঠি বিক্রি করে মহুরণ । বনে গিয়ে কেটে আনে গাছের ডাল । তারপর প্রতিটি ডালকে সমান করে চেঁছে ! লাঠিগুলি নানান আকারের হয় । বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায় ।

কেউ মোটা লাঠি নেয় কেউবা বেঁটে ও সরু ।

অবস্থা এমন হয়েছে যে যার দরকার নেই যেমন একজন দৌড়বীর অথবা শিশু, তারাও লাঠি নিয়ে পাহাড়ে চড়ে । আসলে লাঠিটা একটা স্টাইল হয়ে উঠেছে ।

মহুরণ, এলাকায় লাঠি বিক্রি করে । শক্ত পোক্ত সুন্দর যুবক । এরা যুগযুগান্ত ধরেই কর্ণকুহরে একটি করে

পাথর পরতে অভ্যস্থ । কাজেই মহুরণকেও কানে লাল লাল দুল পরতে দেখা যায় ।

ও সবসময়ই খালি গায়ে থাকে । একটি ধুতি পরে শুধু । এই অঞ্চলে খুব গরম বলে শীতকালে সেরকম ঠান্ডা পড়েনা । তখন আবহাওয়া নর্মাল থাকে । গরমটা থাকেনা ।

কাজেই প্রায় সারাবছরই মহুরণ খালি গায়ে থাকে ।

নিচে রঙীন ধুতি আর কানে লাল লাল দুল !

সহজ , সরল এই ছেলেটির সাথে বন্ধুত্ব হয় খুব জেমার । এত সাধারণ একজন মানুষ হলেও ক্ষুরধার মগজ আর সংবেদনশীলতায় মজে যায় সদ্য বয়ফ্রেন্ড হারানো জেমা ।

দুজনের খুব ভাব হয় । ও বিদেশে যেতে খুবই আগ্রহী । ও শুনেছে যে ওখানে বরফ আছে । এত গরম নেই । সবসময় একটা শীতল ভাব থাকে বাতাসে । চমৎকার আবহাওয়া । কাজেই জেমার সাথে পাড়ি দেয় সুদূরে !

জেমা অবশ্য ওকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে যায় । ওকে বলে যে স্নোগাম দেশে গিয়ে ওকে লাঠিতে যে কোনো ধরণের আর্ট করা শিখে নিতে হবে আর কাজ করতে হবে । মহুরণ রাজি হয়ে যায় । বুদ্ধি তার কম নেই আর এই প্রচন্ড গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য সে যা খুশি করতে রাজি ! মহুরণ , স্নোগাম দেশে পাড়ি দিতে এক পায়ে খাড়া !

জেমাকেও তার ভালোলাগে । খুবই মজার মানুষ সে ।

এতদূর থেকে নাকি গোবর শিল্প দেখতে এসেছে , এখানে । লুলু গ্রামে ।

গরুর মলকে লুলু গ্রামে এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয় দেখে জেমা মুগ্ধ !

সত্যি একেই বলে শিল্প !

লাঠিতেও গোবরে লাগিয়ে , তাতে রং করে নতুন শিল্প হয় । মহুরণ পারে সেসব । দেশে ফিরে , দেশবাসীকে দেখিয়ে চমকে দেবে জেমা !

মজার ব্যাপার হল লুলু গ্রামে পথেঘাটে গরু, ঘোরে ।

কাজেই র-মেটেরিয়াল যোগাড় করতে বেশি বেগ পেতে হয়না । স্নোগাম দেশে তো গরু দেখতে হলে কোনো ফার্মে যেতে হয় !

যাইহোক্ , মহুরণকে বগলদাবা করে নিজ দেশে হাজির হয় জেমা ।

একই সাথে থাকে ওরা । মহুরণ ওকে বহু-বলে ।

ওদের বিয়ে হয়নি কিন্তু ওরা একসাথে থাকে ।

তাই ওকে বহু বলে ডাকে । জেমা কিছু বলে না ।

এই মানুষটি আর যাইহোক্ ঠগবাজ নয় । গাল্ফ্ থেকে পাওয়া বন্ধুর মতন ! এ শুরু থেকেই ব্যাঙ্করাপ্ট্ !

জেমাই ওকে দাঁড় করাবে স্নোগামে । অবশ্য ও লাঠির ওপরে কারুকার্য করা শুরু করেছে । ডিজাইনার লাঠি হিসেবে জেমা ওগুলি বিক্রি করা প্ল্যান করেছে ।

জেমার বাড়িটা শহরের এক পাশে । তার পরে আছে একটি ফাস্ট ফুড জয়েন্ট । বাসাটি একটু একাকীত্বে ভোগে । কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠতে হয় ।

কয়েকটি ঘর । পুরোনো ফায়ারপ্লেস । বেসমেন্টে গ্যারেজ কিন্তু জেমা ওটাকে স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করে । অনেক চায়ের বড় বড় বাক্স ওখানে ভরে রেখেছে ।

আগে লোকে বিদেশ থেকে আনা চা পান করতো । জেমার কোম্পানি এখানে প্রথম চা চাষ শুরু করেছে । তাই লোকে এখন লোকাল চা পায় । ফ্রেস হয় ।

অনেক মানুষ চা চাষের কাজ শিখে নিয়েছে , অনেকে আবার ভারত , শ্রীলংকা থেকে এসে এগুলি করছে ।

যদিও স্নোগামের মানুষ কফি পান করতেই বেশি অভ্যস্থ তবুও ফ্রেস চা পেয়েও ভারি খুশি ।

জেমা যখন ভারতে থেকে মহুরণকে নিয়ে এলো আর গোবরের কথা বললো তখন সবাই ওকে এই বলে ক্ষেপাচ্ছিলো যে চা আর গোবরের রং প্রায় একই ! একটা তরল অন্যটা সেমি লিকুইড্ !

কপালে এসে পড়া সোনালি চুলের গুচ্ছ সরিয়ে হেসে ওঠে জেমা । এত আনন্দের মাঝেও মধ্যে মধ্যে গাল্ফ্ উঁকি মারে ।

ওর বুকের মধ্যে যে শুন্যতা ছিলো তা ভরে দিয়েছে মহুরণ কিন্তু প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের ছায়া কেমন যে গ্রহণের মতন ওকে ঘিরে থাকে !

মহুরণ ওকে আলো দিয়েছে কিন্তু গাল্ফ্ ছিলো সূর্যের কিরণের মতন । কেন যে এরকম মনে হয় ও জানেনা ।

ভোলার চেষ্টা করে কিন্তু পারেনা ।

এখানকার শীতে মহুরণ কাবু হয়ে পড়ে ।

এত ঠান্ডা সে আগে কোনোদিন দেখেনি ।

গায়ের চামড়া ফেটে চৌচির !

শত শত ক্রিম লাগিয়েও কোনো সুবিধে হচ্ছে না !

বাইরে বরফের আভাস । সাদা মাঠঘাট । এরকম মহুরণ কোনোদিন দেখেনি । ওদের লুলু গ্রামে কেবল সূর্য ।

অনবরত আলো আর তীব্র রোদ ।

দেশে থাকতে মনে হত যে গরমটা না থাকলে ও ভালো থাকবে । কিন্তু এত শীতও কাম্য নয় এখন ।

বেজায় ঠান্ডা এখানে ।

বিকেলে রোদ তাড়াতাড়ি চলে যায় । ফায়ারপ্লেসে কাঠ দিয়ে বসে ওরা । গরম চা পান করে । চাও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় বলে এইসময় জেমা কফি পছন্দ করে ।

কফি খেয়েছে মহুরণ । মন্দ নয় তবে ওর চা মানে অসংখ্য বার ফুটিয়ে করা চা-ই বেশি ভালোলাগে ।

চা পাতা ভিজিয়ে চা করা আর তার ফাইন ফ্লেভার চেখে বাঁচা ---এসব ও কখনও দেখেনি । জেমা এগুলো করতেই অভ্যস্থ । এখানে ফুটিয়ে চা হয়না । একবার ওকে কোল্ড কফি দিয়েছিলো জেমা । পরে জানতে চায় যে পানীয়টি কেমন ছিলো ! সরল মহুরণ

বলে ওঠে :: ভালই তবে আজকের কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে বাইরের বাতাসের মতন !

জেমা ওকে বিব্রত করেনা , হেসে । চুপ করেই থাকে ! ওর সঙ্গ ভালোলাগে । ও খুব নিরীহ আর সরল ।

ও ঠগবাজ নয় । তবুও গাল্ফের নিউজ শোনে আন্তর্জালে বসে বসে ।

মহুরণ এখানে ভালই আছে । বহু আর শীত এইদুটো এখন ওর সাথে আছে । শীত আর বরফ এই প্রথম দেখছে । এরকম দেশ যে হয় আগে জানতো না । আরো একটা জিনিস দেখে ওর অবাক লাগে যে এখানে রাস্তায় গোবর নেই । গরু দেখতে হলে তাও সেই গরু আমাদের গরুদের মতন সাদা নয় , ছিট্‌ছিট্‌ অথবা কালো --অনেকটা দূরের ফার্মে যেতে হয় ।

এখানে গোবর সহজলভ্য নয় আর পেলেও তা কড়ি দিয়ে কিনতে হয় !

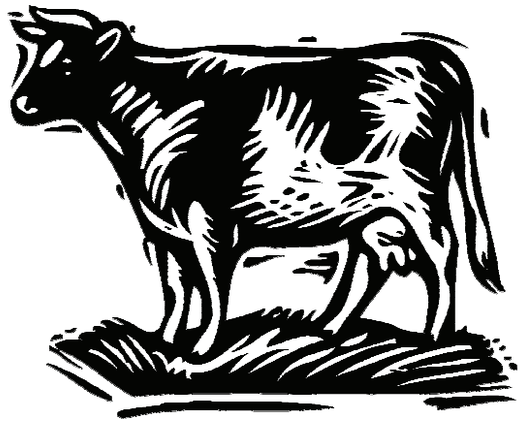

Imigongo

From Wikipedia, the free encyclopedia

Imigongo (Kinyarwanda) is an art form, popular in Rwanda traditionally made by women using cow dung. Often in the colors black, white and red, popular themes include spiral and geometric designs that are painted on walls, pottery, and canvas.

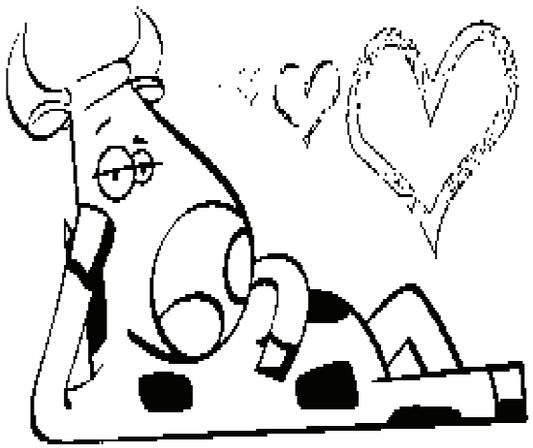

মহুরণের দিন কাটে সুন্দর ভাবে । এত্তো সুন্দর একটা দেশে কোনোদিন আসবে ভাবেনি । এখানে বরফ আর মসৃণ জীবন একইসাথে । এরা কষ্টও করে আর কেষ্টোও পায় একইসাথে ।

রাস্তা পার হওয়া , দোকান বাজারে যাওয়া , কেনাকাটা করা , চিকিৎসা নেওয়া , মোটরবাইক ও গাড়ি চালানো আর বিদেশী ভাষায় কথাবার্তা বলা সবই এক এক করে শিখে নিচ্ছে মহুরণ । বড় বড় রাস্তার সাইডে একটি করে লম্বা স্ট্যান্ডে আলো আর বোতাম থাকে । সেখানে গিয়ে রাস্তা পার হবার বোতাম টিপে দিলে আস্তে আস্তে গাড়িগুলো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ।

বাড়িতেও ডাক্তার আসে । তারা স্পেশাল সার্ভিস থেকে আসে । দোকান বাজারে নানান জাতের লোক যায় কাজেই আকার ইঙ্গিতেও কথা হয় । বিদেশে গাড়ি চালাও শক্ত নয় । সবাই আইন মেনে গাড়ি চালায় আর হর্ণ দেয়না । হর্ণ বাজানোকে অসভ্যতা মনে করে এখানে । গাড়ির প্রযুক্তি খুব উন্নতশ্রেণীর তাই চালানো সহজ । কাজেই এক এক করে সবকিছুতে অভ্যস্থ হচ্ছে মহুরণ ।

ইদানিং জেমার সেই গাল্ফের প্রেমিক প্রায়ই ওকে ফোন করে । তার নাকি মস্ত অসুখ হয়েছে । কী অসুখ তা অবশ্য জানেনা মহুরণ তবে ওদের কথা হয় প্রায়ই ।

লোকটিকে দেখেছে মহুরণ । লম্বা , সুন্দর চেহারা ।

ঈষৎ শুকনো অসুখের কারণে ।

লোকটির নাকি এইদেশে ফিরে আসার ইচ্ছে আছে ।

প্রায়ই বলে জেমাকে ।

সে ফিরে এলে জেমা আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না কারণ একে সে ব্যাঙ্করাপ্ট আর দ্বিতীয়তঃ জেমা তাকে ভালোবাসে তাই অসুস্থ , রুগ্ন মানুষকে ফেলে দিতে পারবে না ।

এসবই তার বহু বলেছে মহুরণকে । কাজেই সমবেদনা থাকলেও মহুরণ চায়না যে লোকটি এইদেশে ফিরে আসুক ।

জেমার বোন জেসমিনও বলেছে জেমাকে যে ওর না ফেরাই ভালো ।ঠগবাজ আবার হয়ত কোনো ফাঁকি দেবে । জেমার বুক ভাঙবে । কিন্তু জেমা নিজের প্ল্যান নিয়েই আছে । মানুষটি ফিরে এলে তাকে দেখাশোনা করার ভার জেমার ।

মহুরণ আজকাল রান্না করে । লাঠি শিল্পে ফাঁকে ফাঁকে নানাবিধ খাবার বানায় । সময়টা ভালো কাটে ।

অনেক কিছু শিখেছে জেমার কাছে ।

এইতো কাল জুলু সস্ দিয়ে নরম চিকেন থাইয়ের পিস্ নিয়ে একটা শুকনো খাবার বানালো । ভালই খেতে হয়েছিলো । সঙ্গে লেবানিজ, অপূর্ব গন্ধ যুক্ত রুটি খেলো ওরা । **কোলন ক্যান্সারের ভয়ে জেমা খুব সবজি খায় ।** তাই রোজই মাংস , মাছ কিংবা ডিমের সাথে খায় সবুজ বা রঙীন তরকারি ।

বেক্ করাটাও শিখে নিয়েছে মহুরণ । গাজর, বিন্স, আলু, বেগুন, জুকিনি, মূলো, ফুলকফি,

ব্রকোলি, কুমড়ো বেক্ করে নেয় । পালং, লেটুস্, বক্ চয় , সর্ষে ও মেথি শাক অল্প ভাঁপিয়ে নিয়ে খায় । শেষে মিষ্টি বা ফল ! মিষ্টি মানে কাস্টার্ড, কেক্ আর পুডিং । সেটাও শিখে ফেলেছে মহুরণ । নানান দিনে নানা খানা বানায়- ও । জেমা ও জেসমিন খুব প্রশংসা করে । বিদেশীরা খুব ভদ্র তাই সবকিছুই ওদের কাছে ম্যাজিকাল , ফ্যান্টাস্টিক্, অ্যামেজিং । তবুও মহুরণের ক্ষেত্রে ওরা সত্যি কথাই বলে । কাজেই নট নাইস , ভেরি ব্যাড এসবও সে শুনেছে ।

যেই এলাকায় তার জন্ম ভেবেছিলো একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সেখানেই তার বাকি জীবন কেটে যাবে । এই চাঞ্চল্যকর দেশ ও সমাজ যে একদিন তার হাতের মুঠোয় চলে আসবে কোনোদিন ভাবেনি ।

লোকে অনেক পড়ালেখা করলে , অনেক ধনসম্পদের মালিক হলে তবেই এইসব দেশে আসা যায় বলে জানতো । কিন্তু সে নিজেও এরকম দেশের আজ নাগরিক কাজেই কিছু অসম্ভব নয় জীবনে ।

প্রচন্ড শীতে , যখন দিগন্ত কেবল বরফে ঢাকা তখনও কোনো না কোনো জংলী মহীরুহতে একটি সবুজ পাতা দেখা যায় । দেখা যায় নদীর জমে যাওয়া বরফজলে

সরু জলরেখা । কাজেই মহুরণ যা পেয়েছে তা হয়ত আরো অনেকেই পেতে পারে । আশার ভেলায় ভাসলে ।

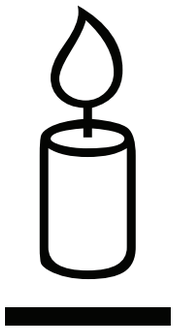

জেমার লুপ্ত প্রেমিক এইদেশে এসে জুটেছে আর জেমা তার কাছে গিয়ে থাকছে । লোকটি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে কাবু । কোমড়ের হাড়ে কিছু হয়েছে ।

জেমা মালিশ করে দেয় । টয়লেটে নিয়ে যায় । কারণ নার্স রাখার সামর্থ্য নেই ওর । লোকটি তো ব্যাঙ্করাপ্ট তাই । জেমা ওকে ছাড়বে না । তাই ওর বাসায় গিয়ে থাকে । এদিকে ওর আর মহুরণের বাসায় মহুরণ আজকাল একাই থাকে । নিজেই রাঁধে বাড়ে --আর খায় , কখনো বা জেসমিন খায় ।

একদিন রাতে জেসমিন ওকে নিজ বেডরুমে ডাকে । মহুরণ চমকে ওঠে । যেতে অস্বীকার করে ।

তার কিছুদিন পর থেকেই ওকে বাড়ি থেকে উৎখাত করতে উঠে পড়ে লাগে । বলে যে জেমা এখানে থাকেনা । ও জেমার গেস্ট । কাজেই ওকে এবার বাড়ি চাড়তে হবে । জেসমিন একসময় ড্রাগ্স্ ও অ্যালকোহলের খপ্পড়ে পড়েছিলো । জেমা ওকে

কাউন্সিলিং করিয়ে সুস্থ করে । কাজেই এবার হয়ত ও আবার ওসব শুরু করবে । তাই বুঝি কিছুটা অসহয় হয়েই মহুরণকে এই বাসা ছেড়ে দিতে হল ।

নিজের সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে সে গিয়ে উঠলো একটি হাইওয়ের ধারে এক টয়লেটে ।

টয়লেটটি খুব উঁচু একটা দুই ঘরের বাড়ির মতন । অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয় । হাইওয়ের চওড়া চার, পাঁচ লেনের রাস্তা । তার দুদিকে সবুজ বন । হাল্কা বন । সেই বনের মধ্যে ঐ টয়লেট ।

এদিকে গাড়ি বেশি দাঁড়ায়না বলে টয়লেটে লোক খুব কম আসে । বেশি আসে লং ডিস্ট্যান্স চলা গাড়িগুলি । লরি, অয়েল ট্যাঙ্কার , পশু নিয়ে যাওয়া ভ্যান ইত্যাদি । এই টয়লেটে স্টিলের কমোড। আজব ভাবে জলের লাইন করা , কোনো ট্যাঙ্ক নেই । জল সোজা কমোড থেকে নালিতে চলে যাচ্ছে ।

বেসিন আছে । সপ্তাহে একবার লোক এসে সাবান , টয়লেট পেপার ভরে দিয়ে যায় ।

মহুরণকে এখানে বসবাস করতে দেখে ওরা অবাক হয় । বলে যে ও যেন সরকার বাহাদুরের কাছে আর্জি করে একটা বাসার জন্য ।

মহুরণ হাসে । ওরা বলে যে বসন্ত, হেমন্ত আর গরমে চলে যাচ্ছে। শীতের কবলে পড়লে হয়ত ও মারাও যেতে পারে ।

মহুরণের কিছু করার নেই । ও অত স্মার্ট নয় আর এইদেশের নিয়ম কানুন জানেনা যে গিয়ে গিয়ে সবার সাথে কথা বলে নিজের ব্যবস্থা করবে ।

আর লোকালয়ে থাকলে একরকম । এখানে আশেপাশে কোনো বসতি নেই ।

১ ঘন্টা হেঁটে খাবার খেতে যায় । সেখানে ওর করুণ অবস্থার কথা শুনে এক দোকানি ওকে কাজ দিয়েছে । হেল্পারের কাজ । তাতে মাসে কিছু টাকা পায় । তাই দিয়েই পেট ভরে ।

আর দৌড়ঝাঁপ করার মতন অর্থ ওর হাতে নেই ।

ওর নিজের গাড়িও নেই । আর এই রুটে ও কখনো যাত্রীবাহী বাস চলতে দেখেনি ।

কাজেই বাথরুমেই ওর বর্তমান জীবন কাটছে ।

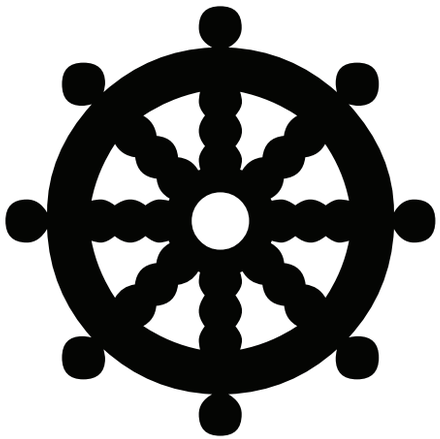

জেমার প্রাক্তন প্রেমিক ALY--গাল্ফ্ থেকে ফিরে এসেছে আর জেমার মনও অনেকটা ভালো হয়েছে । ওকে আর ঠগবাজ মনে হচ্ছে না কারণ ও হয়ত জেমাকে ইম্প্রেস করার জন্য নিজেকে ধনী বলে পরিচয় দিয়েছিলো ।

ব্যাঙ্করাপ্ট হয়েছে ব্যবসা ফেল করায় । এও ওর কাছেই শোনা । যাইহোক্ , জেমা এখন অনেক ভালো আছে । তবে ওর অসুখটা সারার নয় । হাড়ে পচন ধরে গেছে । হয়ত আয়ু আর বেশি দিন নেই । তবে শেষমুহূর্তে জেমার সেবা পেয়ে ও সুখী আর জেমাও খুশি ।

ওর বোন জেসমিন জানিয়েছে যে মহুরণকে ও তাড়িয়েছে । মহুরণ নাকি ওকে রেপ্ করতে গিয়েছিলো । শুনে অবাক যে হয়নি জেমা তা নয় কারণ ও যেই মহুরণকে চেনে সেই মানুষ এরকম করতে অক্ষম ।

তবে জগতে সবই হয় । কাজেই বিদেশে এসে হয়ত ওর মতিভ্রম হয়েছে । এখানকার মুক্ত সমাজ ওকে বিযুক্ত করেছে রক্ষণশীল মনোভাব থেকে ।

কে জানে ! জেসমিনকে ও বলেছে যে সে যা উচিৎ মনে করেছে তাই করেছে । কাজেই জেমা অখুশি নয় ।

জেসমিন বলেছে : একটা উটকো স্লামডগকে বাড়িতে এনে তোলা অনুচিত হয়েছে জেমার ।

জুতো জুতো-ই থেকে যায় । জুতো কখনো রেশমের কাপড়ে মোড়া নরম বালিশ হতে পারেনা ।

মহুরণ বদলে গেছে । বদলের নাম জীবন । জেমাও তো ওকে ফেলে গাল্ফ্ এর বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে মজেছে আবার । কাজেই আর যাইহোক জেমা ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেনা । জেমাই আগে শুরু করেছে এসব । ও মহুরণ পুরুষমানুষ । ওর তো জীবন চালানোর জন্য নারীর দরকার হতেই পারে । কাজেই জেমা ওকে খুঁজে বার করে অনুযোগ করার প্ল্যান করেনি । যেখানে গেছে যাক্ ।

ভালো থাকুক্ , সুস্থ থাকুক --ব্যস্ ।

ওকে এইদেশে এনেছে জেমা । তাই একটু দায়িত্ব থেকেই যায় । এই আর কি ।

মহুরণের টয়লেটে তিনবার এসেছে এক ট্রাক চালক । নাম ইবন্ । সাথে ছিলো ওর ভাই ফাগ্ ।

ইবন্ আর ফাগ্ , দুজনে মিলে ট্রাক চালায় । জিনিসপত্র নিয়ে যায় এদিক থেকে ওদিকে । মালবাহী গাড়ি । মানুষ যখন বাসা বদল করে তখন ওরা তাদের মালবহন করে থাকে ।

নানান শহরে ঘুরলেও ওদের আদি বাড়ি উত্তরের কোনো এক শীত রাজ্যে । সেখানে নয়মাস বরফে সব ঢাকা থাকে । তিনমাস সূর্যের মুখ দেখা যায় ।

তখন ওরা সামান্য চাষ করে । পরে বরফের তলায় সব চাপা পড়ে যায় আর আবার গরমকাল এলে সবজি তোলে বরফ গলা মাঠ থেকে । বাড়িগুলো নাকি তাঁবুর মতন । প্রিজম আকৃতির ঘর ।

শীতে ওখানে নদী জমে যায় তখন সবটাই মাঠ মনে হয় । কুকুরে টানা গাড়ি , হেলিকপ্টার আর গরমকালে নানাবিধ নৌকো এইগুলো হল যানবাহন । হেলিকপ্টার খারাপ ঋতুতে চলেনা । মূলতঃ পাউরুটি আর দুধ ও কিছু ওষুধ সরবরাহ করা হয়- হেলিকপ্টারে করে ।

কেউ অত্যন্ত অসুস্থ হলেও এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের কাজ করে হেলিকপ্টার । কুকুরে টানা গাড়ি হল নিয়মিত বাহন ।

নৌকো চলে খুব কম সময় । তিনমাস মাত্র ।

আগে লোকে অভ্যস্ত ছিলো মাংসে । এখন লোকে সবজি খেতে শিখেছে বলেই সবজি আসে মূল ভূখন্ড থেকে সরকারি নিয়মে ।

এই উত্তরের শীত রাজ্যে থাকে ইবন্ আর তার ভাই ফাগ্ ।

ওখানে কেউ লেখাপড়া করেনা । কোনো স্কুল নেই । কলেজ নেই । সবাই মুখে মুখে গল্প বলে নিজেকে গরম রাখে । লোকে গান করেও শরীর গরম রাখে ।

সপ্তাহে তিনবার লোকে শিকারে যায় । মাছ ও মাংস সংগ্রহ করে আনে । পাড়ায় একটা বিরাট আলমারির মতন লোহার বাক্স আছে । সেখানে কিছুটা করে মাংস দান করা সামাজিক নিয়ম । যারা দৈহিক ভাবে অযোগ্য কিংবা অসুস্থ , তারা যেন ওখান থেকে নিজেদের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে ।

মোট চারখানা পাড়া আছে এই উত্তুরে রাজ্যে । চারটি পাড়া বিচ্ছিন্ন । কেউ কাউকে চেনে না । কোনো

যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেই অর্থে । তাই এখানে নিয়ম হল যে লোকের সাথে দেখা হলেই তার সাথে ঘন্টাখানেক কথা বলতেই হবে । নাহলে অন্যরা বিরক্ত হবে আর সমাজে তোমাকে চিহ্নিত করা হবে অ্যারোগ্যান্ট হিসেবে । যাইহোক না কেন কথা চালিয়ে যেতে হবেই ।

নারী, পুরুষ -- সবাই নিয়ম করে শিকারে যায় ।

এক একজনের পরণে সাত-আটখানা মোটা মোটা পোশাক । সেগুলো ঘরের মাটিতে রাখা থাকে ।

মেয়েরা মাংস ও মাছ ধোয়া বাছা করে ও পুড়িয়ে খাবার বানায় ।

আজকাল সবুজ সবজি খেতে ওদের ভালোলাগে তাই সরকার একটা বিশাল গ্রীন হাউজ তৈরি করে দিয়েছে যেখানে অনেক অনেক সবুজ ও রঙীন সবজি চাষ হয় ।

এমনও রাজ্য এইদেশেই আছে যেখান নয়মাস বরফে সব ঢাকা থাকে তাই শুনে খুবই উত্তেজিত, মহুরণ ।

---স্নোগাম দেশের স্নো শহর । উত্তুরে বরফে ঢাকা শহর । চলো আমাদের সাথে । আমাদের বাড়িতে থাকবে । এখানে শীতকালে মারা পড়বে , এই লোকাল টয়লেটে । তাছাড়া বাথরুমে থাকা একটা লাইফ হল ?

চলো চলো , আমাদের সাথেই থাকবে তুমি ।

আমরা তিন ভাই । ফাগ্ ছাড়াও আমার আরো একটা ভাই আছে , তার নাম মাথাই । তুমি হবে আমাদের চার নম্বর ভাই ।

এইভাবে ডাকলে কি না বলা যায় ?? তাছাড়া ওরও একটা রাজ্য দেখা হবে যা সবসময়ই প্রায় বরফে মোড়া থাকে । ধূ ধূ প্রান্তরে সাদা , সফেদ বরফ ।

দিগন্ত যেন ঢাকা পড়েছে স্বর্গীয় সুধায় । তুষার জুড়ে কেবল মুগ্ধতা । নাহ্ এ দেখতেই হবে ।

তবে এখানে বাথরুম সেইভাবে নেই । কেমিক্যাল টয়লেট নামক এক জাতের বাথরুম আছে যেখানে রসায়ন দিয়ে মলমূত্রের দূর্বাস কমানো হয় ।

এই টয়লেটগুলো আবার নড়ানো যায় । সরানো যায় ।

উত্তুরে এই শীত রাজ্যের নাম স্নোয়ি । এখানে আজকাল নানান অপরূপ ফুলের দেখা মিলছে আর সবজিও হচ্ছে আপনমনে । কারণ সারা দুনিয়া জুড়েই বরফ গলছে । তাই এখানেও প্রচন্ড শীত কমে যাচ্ছে ।

সমস্ত বরফ গলে যাবার আগেই ইবন্ আর ফাগ্ , মহুরণকে নিয়ে যেতে চায় ---স্নোয়িতে ।

স্নোগামের উত্তরে বরফে ঢাকা প্রান্তর স্নোয়ি ।

মহুরণের লুলু গ্রামে ওরা গোবর শিল্প করে । লাঠির কাজ করে । আর ওদের মায়েরা সারাটাদিন বনে বাদারে ঘুরে খাদ্য হিসেবে চালানো যায় যে সমস্ত শাক সবজি সেগুলি তুলে এনে ভাজা করে কিংবা সেদ্ধ করে অল্প সর্ষের তেল ও নুন টুন দিয়ে মেখে খাবার বানায় । বড় একটা লাঠির দুইদিকে দুটি বড় ঝুড়ি লাগানো । সেই ঝুড়ি ভরে আনে সবুজ , সতেজ সবজি ।

মাঝখানে সরকার পক্ষ থেকে ঐ বুনো সবজি ও শাক আনাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করলো ।

ওগুলো বনবিভাগের মানে বনের সম্পত্তি ।

যা ইচ্ছে হয় তাই আর আনা যাবে না ।

স্নোয়িতেও নাকি আজকাল সরকার নানান নিয়ম চালু করেছে যার মধ্যে একটি হল ঐ লোকাল মানুষের মাংস রাখার আলমারি থেকে সবাই আর মাংস নিতে পারবে না । এবার থেকে টিকিট লাগবে , মাংস বার করার জন্য ।

মহুরণের মায়েরা যেমন নিয়ম করে শাক আনতে যায় সেরকম স্নোয়িতে , লোকেরা শিকারে যায় ।

পাখি হল সবচেয়ে সহজ শিকার ।

তবে এখানে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলেই কিনা জানেনা মহুরণ , কুকুরের পালের একটা ভয়ানক অসুখ হয় যখন ওদের তাজা, টাট্‌কা মাংস খাওয়াতে হয় । তবেই দেহে বল আসে । নাহলে ওরা মারা যায় । স্নোয়িতে কুকুর মরা অশুভ । কুকুরই ওদের প্রধান সখা । গাড়ি টানে , বরফে বন্ধুর মতন সঙ্গ দেয় আর ট্রেনিং পেয়ে ওরা বিশাল সেই আলমারি খুলে মাংসও আনতে পারে মোড়ের মাথা থেকে ।

স্নোয়িতে কেউ ধার্মিক নয় । ওরা নিজেদের পূর্বজদের , যারা মৃত --- তাদের আরাধনা করে থাকে । আর সারমেয় হল অসম্ভব জনপ্রিয় এক জীব । এখান এওরাও প্রায় মানুষেরই মতন শ্রদ্ধাভক্তি পায় নিজেদের কর্মের জন্য । বুড়ো হয়ে গেলে ওদের কেউ গুলি করে মারেনা এখানে । বরং আত্মজর মতন কাছে রাখে । যৌবনের সাথী ওরা । সর্বসময় এর সাথীও বটে । সারমেয় ওখানে বিশেষভাবে আদৃত ।

এত কিছু শুনে তো মহুরণ এক পায়ে খাড়া , আরো শীতে মোড়া এক এলাকা দেখার জন্য !

কথা হল পরের ট্রিপে যখন আসবে ইবন্ আর ফাগ্ , তখন ওকে নিয়ে যাবে স্নোয়িতে । ওরা শহরে কাজ করে । লোকের মালবহন করে ওদের লরিতে করে ।

বিরাট , লম্বা লাল লরিখানা । বাইশ চাকার অপূর্ব লরি ! একটা লরি যে এত সুন্দর হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস হতনা । মনে হয় ছুট্টে উঠে পড়ি !

এই লরির অংশ আবার খুলে ফেলা যায় । তখন ওটা একটা ছোট্ট অটোর মতন হয়ে যায় । এমনই প্রযুক্তি এর । বছরে চারবার বাসায় যায় ইবন্ আর ফাগ্ ।

তিনমাস পর পর । তবে শীতকালে ওদের স্নোগামের শেষ ফটকে লরি রেখে , কুকুরে টানা গাড়িতে করে বাড়ি যেতে হয় ।

ওদের মা মাংস পুড়িয়ে রাখে । সঙ্গে গ্রীনহাউজের আলু, কুমড়ো আর কফি । এখানে তিন রকমের বাঁধা কফি মেলে । চূড়ার মতন মাথা , সেগুলোর ।

গাঢ় বেগুনি, সবুজ আর হলুদ কফি ।

স্লাইস করে কেটে ওরা পুড়িয়ে কিংবা সেদ্ধ করে খায় । স্নোয়ির মানুষ বলে :: শাকসবজি আমাদের এলাকায় নতুন তো তাই আমরা হাজার রকমের রান্না জানিনা । তবে শিখে নেবে আমাদের ছেলেপুলেরা ।

সার্থক প্রজন্ম, উত্তুরে উত্তরপুরুষ !

স্নোগামের স্নোয়ি রাজ্য ।

আলোবিহীন এলাকায় নতুন আলোর পরশ আর প্রথম, তাজা সবুজের স্পর্শে মনের গহীনে রংবেরং এর রং চয়ন --- খাসা দিন কাটছে স্নোয়ি অঞ্চলে ; বরফের তুফানে গড়া , অদ্ভুত ভালোমানুষদের ।

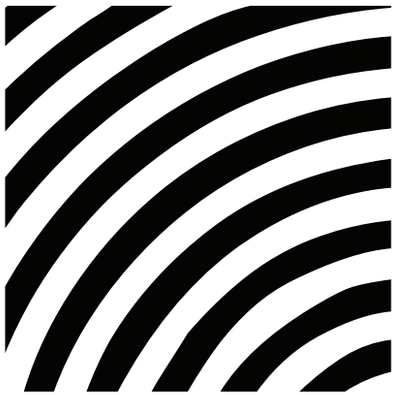

এইসব ভালোমানুষের দলে যোগ দিতেই স্নোয়িতে বাসা বাঁধা , মহুরণের । জেমাকে হারাবার দু:খ ভুলেছে নতুন দিনের আভায় । হয়ত জেমার সাথে আর কোনোদিনই দেখা হবেনা স্নোয়িতে ঘাঁটি গাড়লে ।

দেখা যাক্ । আপাততঃ মনটা জুড়ে আছে শীতল স্নোয়ি আর অজস্র খেটে খাওয়া প্রভুভক্ত কুকুর , যারা বুড়ো হয়ে গেলে পেনশান হিসেবে ফ্রিতে মাংস পায় প্রভুর আয় থেকে !

সারমেয়র এত সুন্দর, উপকারী স্বভাব দেখার পরেও কি ও জেসমিনকে বিচ্ কিংবা কুতিয়া বলে গালি দিতে পারবে ? স্বপ্নেও ???

একজন কিংবা দুজন মানুষকে দেখে পুরো পরিবারকে যেমন বোঝা যায়না সেরকম প্রতিটি মানুষের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থাকে , তাকে গায়ের জোরে বদলানো যায়না । কাজেই ফাগ্ ও ইবনের পছন্দের মানুষ হলেও ওদের পরিবার তাদের পৈত্রিক বাসায় মহুরণকে ঠাঁই দিতে অস্বীকার করলো । বিদেশিয়া এই ব্যাক্তিকে ওরা নিজের একজন করতে পারবে না বিশেষ করে ওদের নিজেদের জাত, কূলের কেউ যখন সে নয় ।

ইবন অনেক বোঝালো যে একটি অসহায় মানুষ এই পরবাসে একটি টয়লেটে থাকছে তাই দেখে ওদের একটুও দয়া কেন হচ্ছে না । ওরা মত বদল করার বান্দা নয় কাজেই বললো যে এই দেশে সরকার অনেক সাহায্য করে তাই ও সেখানেই গিয়ে হাত পাতুক ।

আর কত লড়বে ইবন্ ও ফাগ্ ? তাই সব যুদ্ধের শেষ করে কাঁচুমাচু মুখে মহুরণকে বললো :: বন্ধু (এই স্নোগাম দেশে- অপরিচিত লোককে অন্যরা বন্ধু বা মেট বলে সম্বোধন করে থাকে) খুবই দু:খের সাথে

জানাচ্ছি যে আমাদের পরিবারে তোমাকে গ্রহন করতে চাইছে না কাজেই তোমাকে অন্য বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে অথবা সেই বাথরুমে তোমাকে আমরা দিয়ে আসতে পারি ।

মহুরণ কী আর বলবে ? বুকের ভেতরে অসম্ভব কষ্টের কষ্টিপাথর নড়াচড়া করছে ।

দমবন্ধ হয়ে আসছে , কেউ যেন ওর শ্বাসনালি চেপে ধরেছে । একটা ভরসা ছিলো সেই অখ্যাত বাথরুম ! এখন তাও গেলো । কী করে এতদূর থেকে এত জিনিস নিয়ে সে ওখানে যাবে আর গেলেই কি আর জায়গা পাবে ? হয়ত অন্য কোনো অভাগা ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা হবার চেষ্টায় আছে !

টয়লেটে থাকতে থাকতে দূর্গন্ধ আর লাগতো না । বারোয়ারি বিষ্ঠা পরিস্কার করে খেতে বসতো রাতে, কিনে আনা সস্তার বার্গার কিংবা চাউমিন ।

লুলু গ্রামে যখন ছিলো তখন হয়ত ওরা গরীব ছিলো কিন্তু মলমূত্রের সাথে বসবাস করতো না । এক চিলতে কাপড়ে ঘেরা বাথরুম ছিলো । মাটির রসুইঘরে গোবর লেপে তার মা রান্না করতো । গরম ভাত এক খাবলা আলু সেদ্ধ সর্ষের তেলে মাখা , তাই দিয়ে খেতো । কিন্তু মলমূত্রের লেশ মাত্র ছিলো না ।

Information :::(internet)

Having a bad day at work? Pity this man who cleans, eats and sleeps in a public toilet in India… for £70 a month

- Premraj Das moved to Delhi three years ago in search of a better life
- Took a job as a security guard for public toilets in city after spate of thefts
- Father-of-three prepares his meals, eats and sleeps in the conveniences
- Earns £70 a month and enjoys meeting up to 400 people a day who come in
- Mr Das is one of at least three men known to live and work in Delhi toilets-------!!!

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3059385/Man-cleans-eats-sleeps-public-toilet-India-70-month.html

স্নোগাম তো বিদেশ ! এখানে বাথরুমে থাকা বেআইনি । কেউ এখনও ওর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়নি তাই ও বেঁচেবর্ত্তে ছিলো । এবার ফিরে গেলে যদি ওকে এই ব্যাপারে গ্রেফতার করে তখন কী হবে ??

নানান চিন্তা ঘুরছে মাথায় ।

কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না । বরফ দেখার জন্য সুখী গৃহকোণ ছেড়ে এই অপরিচিতা নারীর সাথে সে স্নোগামে আসে । খুবই বোকামি করেছে তা বুঝতেই পারছে । এখন জেমাও নেই , জেসমিন হল এক কুপ্রস্তাব দেওয়া নারী আর এইদেশে মহুরণের থাকারও কোনো আস্তানা নেই ।

ওর মনে হয়েছিলো যে জেমা ওকে বুঝেছে । ওর কাঠ কাটা ও গাছের ডাল ছুলে লাঠি বানানো এই **কঠিন বাইরের আস্তরণটা** দেখেও অন্তরের মহুরণকে সে চিনতে পেরেছে । আসল মহুরণ যে কে সেটা বুঝেছে । কিন্তু জেমার পূর্ব প্রেমকে না ভুলতে পারা আর সেখানে ফিরে যাওয়া কোনো ঠিকানা না রেখে- তেমন আজব ঘটনা মনে না হলেও জেসমিনের ,ওকে এইভাবে তাড়িয়ে দেওয়াতে কোনো প্রতিবাদ না করা খুবই অদ্ভুত । এমনটা আশা করেনি ।

এখন এই বিদেশ বিভূঁইয়ে সে যায় কোথায় ?

কী করে ?

দিগন্ত ঢাকা কালো পর্দায় । কোনো আলোর বিচ্ছুরণ নেই । নেই পথভুলেও বর্ণালির -এইদিকে চলে আসা ।

তবুও যেন কিছু একটা স্পর্শ করলো ওর চেতনাকে ।

এই এলাকায় দিচি নামে এক জাতের মহিলা বসবাস করে । ওরা লোকাল মানুষই বটে তবে অবিবাহিতা কিংবা বিধবা । ওরা জোট বেঁধে থাকে । অনেক দিচি স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে । এটাই ওদের রীতি । সেই মহিলা বিধবাও হতে পারে অথবা অবিবাহিতা । ওরা দুজনে মিলে সংসারের হাল ধরে ।

এরা কিন্তু সমকামী নয় । মেয়েরা , মেয়েদের বিয়ে করে । একটি আধুনিক, মুক্ত সমাজ । সমান্তরাল সমাজ । এখানে মেয়েরাই রক্ষক । পুরুষ ভক্ষক না ।

দিচি একটা নতুন কমিউনিটি , ওদেরই দেশে । ওদেরই এলাকায় । নিজেরাই তৈরি করেছে কারণ জীবন এখানে অসম্ভব কঠিন !

একার পক্ষে সংসারের হাল ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব ।

তাই মহিলারা মহিলাদের বিয়ে করে । আজকাল অনেক মহিলা নাকি গোঁড়াতেই অন্য মহিলাকে বিয়ে করে ফেলে । দুজনে মিলেমিশে থাকে ।

নেই মেয়েলি হিংসার ব্যাপার অথবা পুরুষবিহীন জীবনের অঢেল সমস্যার কোনো কণা ।

লোকবল বাড়ে অন্য একজনের আবির্ভাবে ।

দিচি এক মহিলা তার বয়স কত কেউ জানেনা । গাল তুবড়ানো, চামড়া কুঁচকে গেছে , কানের দুল পরে পরে লতিতে এত্তো বড় গর্ত্ত ! সেই বৃদ্ধা দিচি মহুরণকে শুধায় :: আমাদের মেয়েদের সাথে থাকতে পারবে তো ? তুমি শক্তপোক্ত আছে দেখছি । ঘরের

কাজ , শিকার , কুকুরকে হাঁটতে নিয়ে যাওয়া , মাংস পোড়ানো করতে পারবে ?

শুনেছি তুমি নাকি লাঠি বানাতে গাছের ডাল কেটে । এখানে কাঠ দিয়ে আমরা আগুন জ্বালাই । লাঠি বানাই না তোমার মতন । আমরা বরফে হাঁটি , পাহাড়ে উঠি সবই নিজেরাই । লাঠির ভরসায় নয় ।

তুমি যদি আমাদের সংসারে গতর খাটাতে পারো তাহলে আমাদের বাসায় তোমার জন্য জায়গা আছে । সারাটা জীবন এখানেই থাকতে পারবে ।

আর এখানে বছরে দুবার আমরা একটা উৎসব পালন করি । আআর উৎসব । **Halloween** ---

বলতে পারো । মৃত ব্যাক্তিদের আমরা স্মরণ করি । এর ভেতরে পশুপাখিও পড়ে । আমাদের ছোট সাইজের ঘোড়ায় চড়ে আমরা বিভিন্ন এলাকায় যাই , ভয় দেখাই, খাইদাই , নাচিকুঁদি ইত্যাদি । (এখানে ঘোড়ার সাইজ অনেক ছোট তাই ওকে বাচ্চা ঘোড়া বা পনি বলে আর লোকে চড়তে ভালোবাসে--- ছোট আকৃতির জন্য) ।

তুমি যদি মুখটা ছুরি দিয়ে বিকৃত করে নিতে রাজি থাকো তাহলে বছরে দুবার আত্মা উৎসবে তুমি ভয় দেখানোর মুখ্য ভূমিকায় থাকবেই থাকবে ।

তোমাকে আমরা আঁঠা, নকল লোম,বড় নকল দাঁত আর মোটা ব্রু /কেশ -লাগিয়ে আরো ভয়াল করে তুলবো । তুমি কিশোরদের ওরকম বানাবে । ওদের ট্রেনিং দেবে । ওদের ভেতরে অনেকেই বড় হয়ে মেন রোল নিতে চায় বলে কৈশোরেই মুখে জখম করে মুখটা ভয়াবহ করে নেয় ।

ভেবে দেখো তুমিও সেরকম কিছু করতে রাজি থাকলে তোমার এখানে থাকা কেউ আটকাতে পারবে না ।

বরফের নীল গুহা আর সেখানে নানান প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট স্থাপত্যের মধ্যেও কাজ করতে হবে । ভয় দেখানোর । জমে যাওয়া ঝর্ণা আর বরফের গোলায় ভরা নদীর রূপালি, চকচকে পাড়ে তোমাকে হাঁটতে হবে । এগুলি নিয়মিত অভ্যাসের কারণে তুমি রপ্ত করেই ফেলবে ।

----সবই রপ্ত করে নেমে মহুরণ । বদলে সারাজীবন একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়ে যাবে । এরা সবাই লোক ভালো । কাজেই অসুবিধে হবার কথা নয় । এদের সমাজ হয়ত সাংঘাতিক ধনী মানুষের সমাজ নয় কিন্তু এখানে উষ্ণতা আছে । আছে প্রাণের স্পন্দন--!

চারপাশে জমে যাওয়া নিদারুণ বরফে ।

স্নোয়ি নামেই শীতল আসলে অন্তরে বয়ে চলেছে হট স্প্রিং । ফল্গুধারার মতন ।

নিজেকে আবার বদলে নেবে মহুরণ । ক্ষতি কি ?

আগে গাছের ডাল কেটে ; তাকে ছুলে , ঘষে মিহি করে বানাতো লাঠি । এখন নিজের মুখটাকে ছুলে , ঘষে বানাবে অন্য মুখ । সেই মুখবিবরেই লুকানো আছে পরবর্ত্তী জীবনের পথ চলার হদিস্ !

Information—Internet.

Straight women in Tanzania marry each other in order to keep their houses-----

'Nobody can touch us. If men tried to take our property or hurt us, they would be punished. All the power belongs to us'

---
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/straight-women-kurya-tanzania-africa-married-property-domestic-violence-fgm-a7162066.html

ইবন্ আর ফাগ খুব খুশি হয়েছে। মাত্র এই কদিনের পরিচয়ে এত গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়া সত্যি মজার ব্যাপার। কাজেই ওরা বলে ওঠে , একযোগে :: রাজি হয়েই যাও মহুরণ । আমরা এখানে বছরে কয়েকবার আসি আর তুমি থাকলে আরো বেশিবার আসবো।

কাজের শেষে সবাই মিলে গনগনে আগুনের তাপ নিতে নিতে দেশ বিদেশের গল্প করবো । তুমি আমাদের শোনাবে দিচি মানবী , যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি আত্মসম্মান আর মনের জোরের জন্য তাদের গল্প নতুন করে তোমার কাছে শুনবো ।আর তোমাকে পাবলিক টয়লেটে থাকতে হবেনা। এখানে গোটা বাড়ি শুধু নয় পাবে অনেক ছানাপোনা আর দিচি রমণীদের স্নেহ ও ভালোবাসা প্লাস গরম গরম চা আর দুধ !

বড় বড় চওড়া কাপে, ইতিমধ্যেই পান করেছে মহুরণ, বাটার নুন চা । যাকে এরা বলে ফ্রাচা । অনেকে কাপের হাতলটি উল্টোদিকে ধরে আছে আর চা খাচ্ছে-

প্রচুর মাখন আর নুন সমৃদ্ধ এই চা মানুষ একবারে খায়না । ক্রমাগত পান করে আর ভরে নেয় পেয়ালা । এতে দেহে বল আসে আর মেজাজ ভালো হয়ে যায় ।

মাইনাসে যখন তাপমাত্রা ঠিক তখনই মোটা তাঁবুতে , লক্‌ড়ি জ্বালিয়ে এরা মাখন চা পান করে নিজেদের ও শিশুদের গরম রাখে ।

প্রকৃতির মাঝে এইভাবেই বেড়ে ওঠে অক্ষর বিহীন এই জাতি । যাদের নিজেদের সমস্ত কৃষ্টি কালচার বয়ে চলে মুখে মুখে । শ্রবণের মাধ্যমে ।

এদের মধ্যে দিচিরা বিশেষ সম্মান পায় । অনেক ক্ষেত্রেই তারা বোদ্ধা বলে সমাজের নানান সমস্যার সমাধানও করে । এই জাতির মধ্যে অবিবাহিতা মেয়ে নিয়ে কোনো বাপ্‌ মায়ের চিন্তা নেই । মোটে বিয়ে না হলে সে কোনো না কোনো দিচির অধীনে চলে যাবে । অনেক সময় একই দিচি বেশ কয়েকটি বৌ রাখে । সেই গোষ্ঠিতেই এই ধরণের পাত্র না মেলা মেয়েদের দেখা যায় । দিচিরা সমাজ সংস্কারকও একভাবে ।

প্রচন্ড বরফে ঢাকা এই ভূমে এরকমই জীবন ।

ভারতের গ্রামীণ মাঠেঘাটে বেড়ে ওঠা মহুরণ , যে কেবলমাত্রে বরফ দেখা জন্য পা বাড়িয়েছিলো নিজের গ্রামের বাইরে ; অচেনা দিগন্তে জেমার হাত ধরে সেই যেন আজ স্থায়ী ঘর পেলো এই আজব দিচি আঙিনায় । যেন শত শত যুগ ধরে এই প্রাণহীন বরফ প্রান্তর অপেক্ষা করে ছিলো মহুরণ স্পর্শের ।

তাই ওরা আজ বরফ থেকে মহুয়া কোঠি হল ।

দিচি রমণীর তাঁবুকে মহুরণ , মহুয়া কোঠি বলে ডাকতে শুরু করলো । কোঠি নেশা ধরায় ।

অনেক দূরের এই অঞ্চল ও তার মধ্যে মানুষগুলি সবাই মহুরণের লুলু গ্রামের চেনা মানুষের মতনই ।

চেনাছকের বাইরে কেউ নেই ----!!! একই মুখোশে ঢাকা এই অপরূপ , আদিম লোকালয় ।

বয়স্ক, দিচি মহিলারা ওর মায়ের মতন, যুবতীরা বোনের মতন আর ফাগ্‌,ইবন্‌ এরা সবাই ওর বন্ধুর মতন । প্রতিটি পদক্ষেপ ওর চেনা কেবল মানুষগুলির নাম ও জাতিগুলো আলাদা ।

কিছুই যেন হারায়নি ! অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে তবে মধুর সমাপ্তি । রিস্ক্ নিয়েছিলো জেমার হাত ধরে , রিস্কি জীবন হয়েছিলো তাই টয়লেটে থেকেছে আবার এখন নতুন রিস্ক নিয়েই যেন ভেসে যাচ্ছে আনন্দে । আরেক ধরণের জীবন যাপনের আশায় । নেশায় ।

একই জীবনে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে মহুরণ ।

যেন সাতজন্ম একবারেই ভোগ করে নিলো ।

নানান ঘটনার ঘনঘটা , তিক্ত ও সুমধুর সব অভিজ্ঞতা আর প্রচন্ড খাড়া পাহাড়ি পথে চলার সাহস বুকে নিয়ে বেঁচে রইলো একটাই জীবনে সহস্র বরষের তারাদের মতন ।

কৈশোর থেকে শীতল আবহাওয়া আর বরফ দেখা নেশায় পেয়েছিলো মহুরণকে ।

সেই নেশা ওকে টেনে এনেছে পাহাড়ি এই শীতল , সফেদ , হিমবাহ রাজ্যে ।

এখানে পথেঘাটে গোবর দেখা না গেলেও ও বিস্মিত হয়নি । সেই অংশটুকু ঢাকা পড়ে গেছে সারমেয়র বিষ্ঠায় ।

সবই এক তাই লুলুগ্রামকে এখানে সে মিস্ করেনা ।

ফিজিক্যালি আর লুলুতে না গেলেও মনে মনে যায় ।

মনে মনে ঐ গ্রামীণ মানুষের সারিকে শুভকামনা জানায় । ওদের সাথে গল্প করে । এইসব মানুষের মধ্যেই ওদেরও খুঁজে পায় মহুরণ ।

যখন ছোট ছিলো তখন মনে হত বাবা/মা মরে গেলে কী হবে ? আর এখন জীবন এতই লম্বা হয়ে গেছে যে বাবা ও মায়ের কথা মনে পড়ে কম ।

মানুষের কেন্দ্র বদলে যায় । একসময় দেহ চলে যায় । পরে কোনো না কোনো আত্মা উৎসব হয় ।

আবার কেন্দ্র বদলে আত্মা নতুন দেহ ধারণ করে ।

কেউ মরেনা , কিছু ফুরায় না । শুধু পরিস্থিতি আর এলাকা বদলে যায় ।

তাই পরে হয়ত আবার কখনও কোনো রিস্ক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে জন্মভূমের দিকে । হাড়কাঁপানো এই শীতভূমি ছেড়ে ! আত্মা উৎসবের পরে ; দিদি মহিলাদের সাথে নিয়ে কিংবা না নিয়ে ।।।

নীল বরফের গুহা, বরফের রূপালি গোলা, বরফ নদী , বরফ ঢাকা অপূর্ব বনবনান্ত ও নগর---

অনেক বরফ তো দেখলো । এবার একটু তাজা সবুজ চাই। জীবনে চলতে গেলে সবই লাগে ।

সবুজ, লাল, ধূসর,সোনালী ; আর শেষকালে আত্মা উৎসব ----------!!!

ঝুমরি

গুরুমারা ড্যামের কাছেই আছে বনজ মানুষের ডেরা । ওরা রিংপিং আদিবাসী । ক্যানবেরা শহরের অনতিদূরেই এই অরণ্য ও ড্যাম । সিভিল ইঞ্জিনীয়ার শিবার্য্য এসেছিলো এই দেশে কাজের আশায় । ভারতের বিল্ডিং বানানোর সময় ইট, বালি , সুড়কি, কনক্রীট ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো আর তারপর বাড়ি ভেঙে অনেক মানুষ মারা যাওয়া কিংবা মিস্ত্রী আর কারিগরদের নিহত হওয়া এক আজব কান্ড বলে মনে হত শিবার্য্যের । কাজেই সে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে এই পরবাসে এসে হাজির হয় । মধ্য চল্লিশে এসেছিলো বলে কাজের সমস্যা হয়েছিলো ।

বিল্ডিং ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করলেও স্বচ্ছল জীবন যাপনে সক্ষম ছিলো না । বাকি জীবনটা তাই অভাবেই কাটে । পরে ক্যাঙারুর পকেটে করে ড্রাগস্ চালান করে কাটায় । ধরা পড়ার আগেই কাজ ছাড়ে , আর করেনা । স্ত্রী চায়নি দেশে ফিরে যেতে । কাজেই ওরা মেনস্ট্রিম সমাজে না থেকে আদিবাসিদের সাথে মিশে যায় ।

ওদের মধ্যে , অতি অল্প মাইনেতে নির্মাণ কর্মী হিসেবে কাজ করতো শিবার্য্য । একমাত্র কন্যা সাহানা বেড়ে ওঠে আদিবাসিদের সাথে ।

স্ত্রী রেণু মারা গেলে সাহানা বাবার দেখাশোনা করতে শুরু করে । পরে এক আদিবাসি যুবক, পরাগের সাথে থাকতে শুরু করে । ওদের মধ্যে বিয়ের তত চল নেই । কেউ কেউ করে । কেউ করেও না । পরাগ আর সাহানা বিয়ে করেনি । ওদের এক মেয়ে পিয়া । পরাগের আসল নাম পর্গা । ওকে সাহানারা পরাগ ডাকে । গুরুমারার মতন আমাদের গরুমারা ফরেস্ট আছে কাজেই অনেক আদিবাসি নামও মিলে যায় আমাদের সাথে । যেমন ডাকু, পানু, পিলি, রিংঝি , বিন্দি, মীরা , নিলি, সুরি ইত্যাদি ।

পরাগ ও সাহানার মেয়ে , পিয়া স্কুলে পড়ে । ওদের আরেক মেয়ে আছে । নাম তার ঝুমরি ।

দুজনের বয়স প্রায় কাছাকাছি । ১৫ /১৬।

পরাগ আজকাল মানুষকে গাইড করে । ওদের আদিবাসি সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে । টুরিস্ট গাইড ।

একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পথ মাঝে । সেই পাহাড়টি আদতে এক আদিবাসি রাজকন্যে ।

ওদের প্রিস্ট , ওকে পাহাড় করে দেয় মায়াবলে । জাদু দন্ড ছুঁইয়ে । সেইসব গল্প বলে পরাগ ।

আমাদের যে এই কাহিনী শোনাচ্ছে সে কিন্তু মানুষ নয় । তার পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই কারণ সে না থাকলে সেইভাবে কিছুই থাকতো না সে হল সময় ।

আমরা সময় এর কাছে এই গল্প শুনছি ।

সময়ই একমাত্র পারবে এই গল্প , খাঁটি ভাষায় SMS করতে বা শোনাতে ।

ঝুমরিকে দেখে মনে হয় আদিম যুগের মানুষ । অনেকে ওকে বনমানুষও ভাবে । ও অল্প অল্প কথা বলে। আকার ইঙ্গিত করে । স্লেটে লেখে । দুই হাতে তামার বালা পরা ।

হাসে, কাঁদে , ভালোবাসে । **ঝুমরি ; এক চীনা যুবককে মন দিয়েছে ।** তার নাম গ্রেগরি ।

এখানে এসে অনেক চীনা মানুষ- ওদের আজব নাম বদলে ইংলিশ নাম নিয়ে নেয় ।

গ্রেগরিও সেরকম একজন । ও এখন বনে থাকে । পরাগের সহকারি । গাইড । জুনিয়র গাইড । হাতে লন্ঠন নিয়ে গাঢ় সন্ধ্যায়, বনপথে চলাফেরা করে একদা শহুরে গ্রেগরি ।

চীনদেশ থেকে এই দেশে আসে । পরে অরণ্যের ডাকে আদিবাসি সমাজে গিয়ে মেশে । **ওকেই মন দিয়েছে ঝুমরি ।**

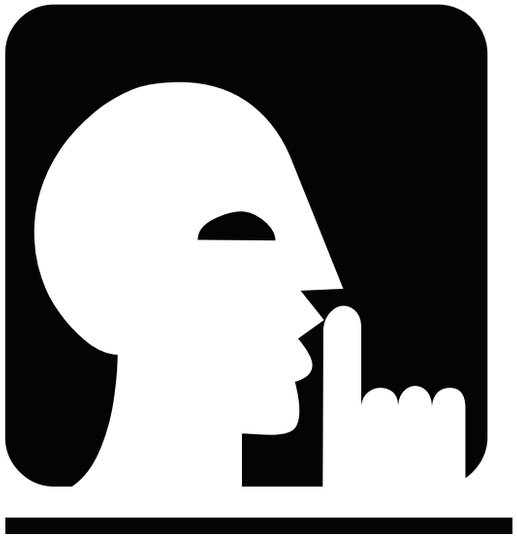

◆◆◆◆◆◆◆

এখন ঝুমরি নিয়মিত পিরিয়ডের কবলে পড়ে । প্রথম যখন এর স্পর্শ পায় তখন উৎসব করেছিলো সাহানা । সবাইকে জানানোর জন্য যে তার আরেকটি মেয়ে আজ থেকে বড় হল !

ঝুমরি তো গ্রেগরির জন্য পাগল ! ওকে ডাকে শিস্ দিয়ে, চুমু দেয় আর মাথায় চাটি মেরেও ডাকে !

গ্রেগরি কিছুতেই ওকে বিয়ে করবে না । কারণ ঝুমরি এক যুবতী বনমানুষ , যার বিবর্তন হয়েছে প্রবল ভাবে এবং সে মানবী হয়ে উঠেছে মানুষের স্পর্শে ! তার নিয়মিত রক্তক্ষরণও হচ্ছে মেয়েদের মতনই ।

জিনের চেয়েও পরিবেশ এইক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী ।

মানুষের মাঝে থাকতে থাকতে সেও মানুষ !

কিন্তু গ্রেগরি তো উন্মাদ নয় ; তাই এই বিয়েতে রাজিও না ।

বলে :: আমি ঝুমরিকে খুব ভালোবাসি কিন্তু প্রেমিকার মতন নয় ---বন্ধুর মতন ----------স্ট্যান্ডার্ড্ ডায়লগ ।

ঝুমরি নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে । গ্রেগরিকে চাটি মেরে মেরে ওর হাতে কড়া পড়ে গেছে । তবুও ছেলে ভুলানো সহজ নয় !

একদিন হঠাৎ ,বিষধর সাপের ছোবলে প্রাণ গেলো গ্রেগরির !

এই বনে অনেক সাপ । ঝুমঝুমি নামে এক সাপ আছে । তারই ফণায় প্রাণ গেলো !

ঝুমরি কেঁদে ভাসাচ্ছে ! সাহানারও বুক ফাটছে মা হিসেবে ! **মরেই গেলো তাজা ছেলেটা আর ঝুমরি মেয়েটা এই শোকে প্রায় আধমরা !!**

তবুও কিন্তু বিয়ে হল গ্রেগরির সাথেই । চীনামানুষ আর অন্যান্য বহু মানুষদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয় মৃত্যুর পরেও । ঘোস্ট ম্যারেজ বা প্রেতের বিয়ে বলা হয় একে ! ভূতের বিয়ের জন্য অনেক মৃতদেহ চুরিও হয় ।

যদি কোনো কারণে জীবিত অবস্থায় বিয়ে সম্ভব না হয় তখন মৃতের দেহকে সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় । এতে আত্মার শান্তি হয় ।

গ্রেগরিকে বর সাজিয়ে বিয়ে দিলো সাহানা , নিজ কন্যা ঝুমরির সাথে ! গ্রেগের অনুমতির কোনো দরকারই নেই এখন !

ঝুমরি খুব খুশি ! বারবার মৃত গ্রেগরির মাথায় চাটি মারছে আর প্রেত-ওষ্ঠে চুম্বন দিচ্ছে ! হয়ত একত্রে, স্বর্গেলাভের আশায় ।

বনমানুষ থেকে মানুষ হয়ে ওঠা ঝুমরি হঠাৎই যেন ভাগ্যের খেয়ালে হয়ে উঠলো প্রেতিনী ; অদৃশ্য এক জাদুবলে !

Metamorphosis!!

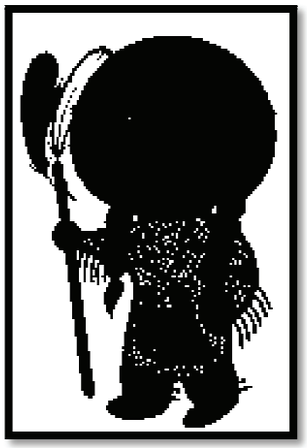

THE END

THE END

the end

the end

the end

Proof

Printed By Createspace

Digital Proofer